বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।
www.bteb.gov.bd

স্মারক নং ৫৭.১৭.০০০০.২০০.৯৯.০০৪.১৭.১৮

তারিখঃ ৩০ আশ্বিন, ১৪২৫ ব:
১৫ অক্টোবর , ২০১৮ খ্রি:

**বিষয়ঃ নতুন প্রজন্মের নিকট মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা,উপলব্ধি এবং সংগ্রামী ইতিহাস জানানোর জন্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "বিজয়ফুল" তৈরীগল্প এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন/ অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে।**

স্মারক নং-৩৭.০৩.০০০০.০১৯.২৩.০০১.১৭-২৫৭, তারিখঃ ১১ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৮ মহান বিজয় দিবস উৎযাপন উপলক্ষে নতুন প্রজন্মের নিকট মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, উপলব্ধি এবং সংগ্রামী ইতিহাস জাননোর উদ্দেশ্যে দেশের সকল সরকারী এবং বেসরকারী কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "বিজয়ফুল" তৈরী গল্প ও কবিতা রচনা , কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, একক অভিনয়,চলচিত্র নির্মাণ এবং দলগত দেশাত্ববোধক ও জাতীয় সংগীত প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হবে।

২. বর্ণিত প্রতিযোগিতা নিম্নবর্ণিত সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে:

| ক্রমিক নং | প্রতিযোগিতা পর্যায় | প্রতিযোগিতা তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান পর্যায় | ১৭ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিঃ |
| ২ | উপজেলা পর্যায় | ২০ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিঃ |
| ৩ | জেলা পর্যায় | ২৩ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিঃ |
| ৪ | বিভাগীয় পর্যায় | ২৭ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিঃ |
| ৫ | জতীয় পর্যায় | ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ |

৩. প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহ (মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক):

| একক | দলগত |
|---|---|
| ১। "বিজয়ফুল" তৈরী, ২। গল্প রচনা, ৩। কবিতা রচানা, ৪। কবিতা আবৃত্তি, ৫।চিত্রাঙ্কন, ৬। একক অভিয়ন ও ৭। চলচিত্র নির্মাণ (শধুমাত্র নবম ও দ্বাদশ শ্রেনি)। | ১। "বিজয়ফুল" তৈরী, ২। দেশাত্ববোধক সংগীত, ৩। জাতীয় সংগীত। |

৪। বর্ণিত প্রতিযোগিতাসমূহ আয়োজন এবং অংশগ্রণের জন্য খসড়া পরিকল্পনা, উৎসবের থিম সংগীত , প্রতিযোগিতা গ্রুপ এবং "বিজয়ফুল" প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী প্রেরণ করা হলো (সংযুক্ত)

৫। প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং অংশগ্রহণ সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন আগামী ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ এর মধ্যে মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

৬। প্রতিযোগিতার আয়োজনের জন্য স্ব স্ব সরকারী প্রতিষ্ঠানের খাত হতে এবং বেসরকারী কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা করে সরকারী অনুদান প্রদান করা হবে।

৭। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এ্যাফিলিয়েটেড সরকারী ও বেসরকারী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্ধারিত তারিখ তার প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে প্রতিযোগিতার আয়োজন ও উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

বিষয়টি অতিবজরুরী
সংযুক্তিতে বিস্তারিত আছে।

( মোঃ আক্তারউজ্জামান)
পরিচালক (কারিকুলাম)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
ঢাকা-১২০৭।

বিতরণঃ

১। অধ্যক্ষ.....................................।
২। প্রধান শিক্ষক/সুপারিনটেনডেন্ট......................।
৩। সিস্টেম এ্যানালিস্ট , কম্পিউটার সেল, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা। (বিজ্ঞপ্তিটি জরুরী ভিত্তিতে ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানানো হলো)।
৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ঢাকা।
৫। অফিস নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-০৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

স্মারক নং-৩৭.০৩.০০০০.০১৯.২৩.০০১.১৭-২৫৭ — তারিখ : ১১/১০/২০১৮ খ্রিঃ

বিষয় : নতুন প্রজন্মের নিকট মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, উপলব্ধি এবং সংগ্রামী ইতিহাস জানানোর জন্য সকল কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "বিজয়ফুল" তৈরীগল্প এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন/অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : ১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্মারক নং-০৩.০০.২৬৯০.০৮২.৪৬.০১৩.১৮-৪৪৭ তারিখ: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ।
২। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪৩.৯৯.০৩৭.১৮-৭৬০ তারিখ: ০৪ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে তাঁর সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৮ মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে নতুন প্রজন্মের নিকট মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, উপলব্ধি এবং সংগ্রামী ইতিহাস জানানোর উদ্দেশ্যে দেশের সকল সরকারী এবং বেসরকারী কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "বিজয়ফুল" তৈরী গল্প ও কবিতা রচনা, কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কণ, একক অভিনয়, চলচিত্র নির্মাণ এবং দলগত দেশাত্মবোধক ও জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

২। বর্ণিত প্রতিযোগিতা নিম্নবর্ণিত সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে :

| ক্রমিক নং | প্রতিযোগিতা পর্যায় | প্রতিযোগিতার তারিখ |
|---|---|---|
| ১. | স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে | ১৭ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিঃ |
| ২. | উপজেলা পর্যায়ে | ২০ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিঃ |
| ৩. | জেলা পর্যায়ে | ২৩ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিঃ |
| ৪. | বিভাগীয় পর্যায়ে | ২৭ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিঃ |
| ৫. | জাতীয় পর্যায়ে | ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ |

৩। প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহ (মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক) :

| একক | দলগত |
|---|---|
| ১। "বিজয়ফুল" তৈরী, ২। গল্প রচনা, ৩। কবিতা রচনা, ৪। কবিতা আবৃত্তি, ৫। চিত্রাঙ্কন, ৬। একক অভিনয় ও ৭। চলচিত্র নির্মাণ (শুধুমাত্র নবম ও দ্বাদশ শ্রেণি)। | ১। "বিজয়ফুল" তৈরী, ২। দেশাত্মবোধক সংগীত, ৩। জাতীয় সংগীত। |

৪। বর্ণিত প্রতিযোগিতাসমূহ আয়োজন এবং অংশগ্রহণের জন্য খসড়া পরিকল্পনা, উৎসবের থিম সংগীত, উৎসব সংগীত, প্রতিযোগিতা গ্রুপ এবং "বিজয়ফুল" প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী প্রেরণ করা হলো (সংযুক্ত)।

৫। প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং অংশগ্রহণ সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন আগামী ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ এর মধ্যে মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

৬। অত্র প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য স্ব স্ব সরকারী প্রতিষ্ঠানের খাত হতে এবং বেসরকারী কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা করে সরকারী অনুদান প্রদান করা হবে।

৭। এমতাবস্থায়, সরকারী ও বেসরকারী সকল কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্ধারিত তারিখে তার প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে প্রতিযোগিতার আয়োজন ও উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

স্বাক্ষরিত/-
( অশোক কুমার বিশ্বাস )
অতিরিক্ত সচিব (কারিগরি)
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
ও
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

বিতরণ :-

১) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা (নন-এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে উক্ত কর্মসূচি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী উদযাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২) অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা।
২) অধ্যক্ষ, ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বগুড়া।
৩) অধ্যক্ষ, সিলেট/ ফরিদপুর/ ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।
৪) অধ্যক্ষ, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট (সকল)।
৫) অধ্যক্ষ, মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট (সকল)।
৬) অধ্যক্ষ, গ্লাস এন্ড সিরামিক ইন্সটিটিউট/ গ্রাফিক আর্টস ইন্সটিটিউট/ বাংলাদেশ সার্ভে ইন্সটিটিউট।
৭) অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (সকল)।
৮) অধ্যক্ষ/সুপারিনটেনডেন্ট, বেসরকারী কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহ।

উপজেলা প্রশাসন, জেলা প্রশাসন ও বিভাগীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগক্রমে উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্মারক নং-৩৭.০৩.০০০০.০১৯.২৩.০০১.১৭-২৫৭ — তারিখ : ১১/১০/২০১৮ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) :

১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ কারিগরি), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২) পরিচালক (প্রশাসন/ ভোকেশনাল/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/ পি.আই.ইউ), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩) সচিব মহোদয়ের একান্ত ব্যক্তিগত সহকারী, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য)।
৪) সহকারী পরিচালক (সকল), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা (পত্রখানা অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৬) মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৭)

১১.১০.২০১৮
( মোঃ মিজানুর রহমান )
অতিরিক্ত সচিব
ও
পরিচালক (পিআইডব্লিউ)।

চেয়ারম্যানের দপ্তর
বাকাশিবো, ঢাকা
☐ সচিব
☐ পরিচালক (কা:/সিবিটি/প্রকল্প)
☐ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
☐ পরিদর্শক
☐ সিস্টেম এনালিস্ট
☐ উপ-সচিব (রেজি:)
☐ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
চেয়ারম্যান মহোদয়ের স্বাক্ষর

চেয়ারম্যানের দপ্তর
বাকাশিবো, ঢাকা
ক্রমিক নং ........
স্বাক্ষর/তারিখ ........ ২৫/১০/১৮

খসড়া

# কর্ম পরিকল্পনা

**বিষয়: দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'বিজয় ফুল', দলগত জাতীয় সংগীত, মুক্তিযুদ্ধের কবিতা আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক সংগীত, মুক্তিযুদ্ধের গল্প ও কবিতা রচনা এবং চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতা।**

১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে নতুন প্রজন্মের কাছে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উপলব্ধি এবং আমাদের সংগ্রামী ইতিহাস জানাবার উদ্দেশ্যে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'বিজয় ফুল উৎসব' আয়োজন এবং 'বিজয় ফুল' তৈরি প্রতিযোগিতার সাথে দলগত জাতীয় সংগীত, মুক্তিযুদ্ধের গল্প রচনা, কবিতা রচনা, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, দেশাত্মবোধক সংগীত প্রতিযোগিতা আয়োজনের কর্মসূচি ও কর্ম পরিকল্পনা নিম্নে প্রদান করা হলো:

(ক) আয়োজক: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
(শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় প্রশাসনের মাধ্যমে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।)

(খ) বাস্তবায়ন সহযোগী :

(১) জাতীয় পর্যায়ে: তথ্য মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, এটুআই প্রকল্প।

(২) স্থানীয় পর্যায়ে: শিল্পকলা একাডেমি, শিশু একাডেমি, জেলা তথ্য অফিস, বাংলাদেশ বেতার-এর আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা শিক্ষা অফিস, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস।

(গ) তত্ত্বাবধান : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

(ঘ) উৎসবের থিম : একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে।

(ঙ) উৎসব সংগীত : *বিজয় ফুলের গান-১*

যদি শক্তি হতে চাও
তুমুল রোদের বানে
মুক্তিরাঙা ভোর তবে হও
বিজয় ফুলের ঘ্রাণে

ও আমার বিজয় ফুল
তোমার রঙ ছড়িয়ে যাক
বাংলা থেকে বিশ্বে
তোমার আগুন মেখে থাক
বাংলা আমার তোমার মতই
দিগ্বিজয়ী পালক

নতুন দিনের নতুন স্রোতে
বুক ভাসোনো আলোক
এক তোমারই জন্যই তো
এত আয়োজন
কোটি মানুষ সাহস রঙে
লাল সবুজের পণ
ও আমার বিজয় ফুল
তোমার রঙ ছড়িয়ে যাক
বাংলা থেকে বিশ্বে
তোমার আগুন মেখে থাক।

***<u>বিজয় ফুলের গান-২ (বিকল্প)</u>***

বিজয় ফুলের দেশে আমার
সবুজের রাঙতায়
মানুষের ঘ্রাণে বিলের হাওয়ায়
আজ বিজয়ের গান গাই

(করবো) বিজয় ফুলে স্বপ্নজয়
বাংলা থেকে বিশ্বময়

বিজয় ফুল তোমার
বিজয় ফুল আমার
বীরের বেশে বহুদূর পথ
সময় নেই তো থামার
গৌরবে সৌরভে
সীমানা হব পার
বুকের মাঝে রোদ্দুরে
এ দারুণ ফুলটা দরকার

(করবো) বিজয় ফুলে স্বপ্নজয়
বাংলা থেকে বিশ্বজয়

*** এটুআই প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত

(চ) <u>প্রতিযোগিতার গ্রুপ সমূহ</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| (১) | গ্রুপ - ক | : | ৯ম শ্রেণি থেকে ১২শ শ্রেণি পর্যন্ত |
| (২) | গ্রুপ - খ | : | ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত |
| (৩) | গ্রুপ - গ | : | শিশু শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত |

* মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত সমশ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দও বিভিন্ন গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

(ছ) **'বিজয় ফুল' প্রতিযোগিতা**

(১) প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিতে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

(২) শিক্ষার্থীগণ নিজ নিজ গ্রুপে স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগতভাবে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করবে।

(৩) প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০ অক্টোবর ২০১৮ শনিবার স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিনব্যাপী এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে। এ প্রতিযোগিতার সাথে স্কুল/মাদ্রাসা পর্যায়ে গ্রুপভিত্তিক দলগত জাতীয় সংগীত, আবৃত্তি, মুক্তিযুদ্ধের গল্প রচনা, কবিতা রচনা, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, দেশাত্মবোধক সংগীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের দিন অভিভাবকবৃন্দসহ মুক্তিযোদ্ধা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও পেশাজীবীদের আমন্ত্রণ জানানো হবে।

(৪) 'বিজয়ের ফুল' প্রতিযোগিতার একটি স্লটে (১ ঘন্টা) ছাত্র-ছাত্রীরা নির্ধারিত গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ব্যক্তিগতভাবে এক বা একাধিক শাপলা ফুল বানাবে। ফুলের উল্টো পিঠে নাম, শ্রেণি ও বিদ্যালয়ের নাম ইত্যাদি লিখবে। শ্রেণি ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় এবং ৩য় স্থান অধিকারী ফুল প্রস্তুতকারী পুরস্কার পাবে। শ্রেণি ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকারী ফুল নিয়ে গ্রুপ ভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। গ্রুপভিত্তিক প্রতিযাগিতায়ও ১ম, ২য় এবং ৩য় স্থান অধিকারী ফুল নির্মাতাকে পুরস্কার প্রদান করা হবে।

(৫) প্রস্তুতকৃত শাপলা ফুলের পাঁপড়ি হবে সাতটি। সবুজ জমিনে সাদা রং-এর ম্যাটেরিয়ালে এ ফুল তৈরি করতে হবে। ফুলের দৈর্ঘ্য হবে ছয় মিলিমিটার। আনুপাতিকভাবে প্রস্থ নির্ধারিত হবে।

(৬) কাগজ, কাপড়, প্লাস্টিক শিটসহ অন্য যে কোন সামগ্রী ব্যবহার করে এ ফুল তৈরি করা যাব ।

(৭) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতায় গ্রুপভিত্তিক ১ম স্থান অধিকারী ফুল ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করবে। ইউনিয়ন পর্যায়েও গ্রুপভিত্তিক ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী ফুল প্রস্তুতকারকগণ পুরস্কৃত হবে। ৩ নভেম্বর ২০১৮ ইউনিয়ন পর্যায়ে বিজয় ফুল তৈরি এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে গ্রুপভিত্তিক প্রথম স্থান অধিকারী ফুল ও অন্যান্য প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকারীগণ উপজেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করবে।

(৮) বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত ফুলসমূহ পরবর্তী পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। অন্যান্য ফুল বিক্রি হতে পারে।

(৯) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগতভাবে ফুল প্রস্তুত ছাড়াও শ্রেণিভিত্তিক 'বিজয় ফুল' তৈরি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীগণ গ্রুপভিত্তিক এ ফুল তৈরি করবে। এক্ষেত্রে ফুলের দৈর্ঘ্য হবে ২৫-৩০ সেন্টিমিটার। স্কুল কর্তৃপক্ষ শ্রেণিভিত্তিক এ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করবে।

(১০) শ্রেণিভিত্তিক প্রতিযোগিতায় প্রস্তুতকৃত শাপলা ফুলসমূহ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণিকক্ষের সামনে সাজিয়ে রাখা হবে।

(১১) ১০ নভেম্বর ২০১৮ উপজেলা পর্যায়ে 'বিজয় ফুল' প্রতিযোগিতাসহ অন্যান্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

(১২) ২৪ নভেম্বর ২০১৮ জেলা পর্যায়ে এবং ১ ডিসেম্বর ২০১৮ বিভাগীয় পর্যায়ে 'বিজয়ের ফুল' প্রতিযোগিতাসহ অন্যান্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

(১৩) জাতীয় পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ১০ ডিসেম্বর ২০১৮।

(১৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায় এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ন্যায় উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় এবং ৩য় স্থান অধিকারী ফুলসমূহ পুরস্কৃত হবে। গ্রুপভিত্তিক অন্যান্য বিষয়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীগণও পুরস্কৃত হবে। ১ম স্থান অধিকারী ফুল এবং অন্যান্য বিষয়ের প্রতিযোগীগণ পরবর্তী পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

(১৫) ফুল বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা এবং বিশেষ শিশুদের কল্যাণে ব্যবহার করা হবে।

(জ) **চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, একক অভিনয়, দেশাত্মবোধক গান (দলগত) প্রতিযোগিতা**

'বিজয়ের ফুল' প্রতিযোগিতার সকল পর্যায়ে নির্ধারিত গ্রুপ ভিত্তিক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চিত্রাঙ্কন, একক অভিনয়, আবৃত্তি এবং দেশাত্মবোধক গানের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । এসব প্রতিযোগিতার বিজয়ীগণও 'বিজয়ের ফুল' প্রতিযোগিতার অনুরূপ পদ্ধতিতে উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

(ঝ) **মুক্তিযুদ্ধের গল্প, কবিতা ও রচনা প্রতিযোগিতা**

(১) উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ক, খ এবং' গ গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রীগণ গল্প ও কবিতা রচনা করে তা নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য জমা দেবে।

(২) উপজেলা পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী গল্প ও কবিতা জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় প্রেরণ করা হবে। জেলা পর্যায়ে ১ম, ২য় এবং ৩য় স্থান অধিকারীগণের গল্প ও কবিতা বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতার জন্য জাতীয় পর্যায়ে প্রেরণ করা হবে।

(৩) ১ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীগণ উপজেলা পর্যায়ে একটি নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত বিষয়ে নির্ধারিত স্থানে বসে রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে গ্রুপ ভিত্তিক এসব রচনা মূল্যায়ন করে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীকে পুরস্কার প্রদান করা হবে। উপজেলা পর্যায় ১ম স্থান অধিকারী রচনা সমূহ জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। একইভাবে জেলা পর্যায়ের ১ম স্থান অধিকারী রচনা সমূহ বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ১ম স্থান অধিকারী রচনা সমূহ জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

(৪) ৩ গ্রুপের নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ৩টি রচনা, ৩০টি কবিতা ও ১৫টি গল্পের সমন্বয়ে 'বিজয় ফুল' শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা যেতে পারে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) এ গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারে ।

(ঞ) **চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতা**

(১) নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা যেতে পারে।

(২) পেশাদার/অপেশাদার ক্যামেরা থেকে শুরু করে মোবাইল ফোনসহ, যে কোন ফরম্যাটে এই চলচ্চিত্র নির্মিত হতে পারে।

(৩) চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু মহান মুক্তিযুদ্ধ। হতে পারে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, ডকু-ফিকশন অথবা ফিকশন।

(৪) চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য হবে সর্বনিম্ন এক মিনিট এবং সর্বোচ্চ ৩ মিনিট।

(৫) প্রাথমিকভাবে জেলা পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

(৬) অনলাইনে একটি নির্দিষ্ট ঠিকানায় এই চলচ্চিত্র জমা দেয়া যাবে। তবে নির্মিত চলচ্চিত্র পেনড্রাইভ বা ডিভিডি ফরম্যাটেও গ্রহণ করা হবে।

(৭) জেলা পর্যায়ে ১ম, ২য় এবং ৩য় স্থান অধিকারী চলচ্চিত্র সমূহ কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

(৮) জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী চলচ্চিত্র নির্মাতাকে পুরস্কার প্রদান করা হবে। এ তিনটি চলচ্চিত্র ছাড়াও জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বাছাইকৃত চলচ্চিত্র সমূহ ০১ ডিসেম্বর ২০১৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ সময়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য টেলিভিশনে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে সম্প্রচার করা যেতে পারে।

(ট) **বিজয় ফুল উৎসব**

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে 'বিজয়ের ফুল' প্রতিযোগিতার সাথে সকল পর্যায়ে গ্রুপভিত্তিক দলগত জাতীয় সংগীত, আবৃত্তি, মুক্তিযুদ্ধের গল্প রচনা, কবিতা রচনা, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, দেশাত্মবোধক সংগীত (দলীয়) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ১-১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপজেলা,

জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে 'বিজয়ের ফুল উৎসব' এর আয়োজন করা হবে। এ উৎসবে শিক্ষার্থীরা ফুল তৈরি, বিতরণ ও বিক্রয় করবে।

## (ঠ) 'ফুলবন্ধু' ডিজিটাল প্লাটফর্ম

এটুআই প্রকল্প 'ফুলবন্ধু' নামে একটি ডিজিটাল প্লাটফর্ম তৈরি করবে। ছাত্র-ছাত্রীগণ এ প্লাটফর্মে যোগ দিয়ে ভার্চুয়াল 'বিজয় ফুল' তৈরি করবে এবং 'ফুলবন্ধু' গ্রুপ তৈরি করবে।

## (ড) অন্যান্য সহায়ক কার্যক্রম

(১) বিজয় ফুল উৎসব/বিজয় ফুল প্রতিযোগিতা উপলক্ষে তৈরি করা থিম সং ব্যবহার করে ৩০-৪০ সেকেন্ড ব্যাপ্তির একটি অডিও ভিজুয়াল/অডিও কনটেন্ট তৈরি করা হবে। এটুআই প্রকল্প এই কনটেন্ট তৈরি করবে। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে এ অডিও ভিজুয়াল/অডিও কনটেন্ট তৈরি করা হবে।

(২) প্রস্তুতকৃত অডিও-ভিজুয়াল/অডিও কনটেন্ট সরকারি এবং বেসরকারি সকল টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেলে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৩) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কেন্দ্রীয়ভাবে এবং ৬৪টি জেলা শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে সারাদেশে 'বিজয় ফুল' তৈরির বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করবে। স্থানীয়ভাবে স্কুলের শিক্ষকগণ এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করবেন। প্রশিক্ষিত শিক্ষকগণ স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবর ২০১৮ এর মধ্যে এসব প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা যেতে পারে।

(৪) বিজয় ফুল নির্মাণের প্রক্রিয়া/কৌশল-এর উপর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি'র সহায়তায় বাংলাদেশ টেলিভিশন একটি অনুষ্ঠান তৈরি করবে। সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসের ১৫ তারিখ থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত এ অনুষ্ঠান বিটিভিসহ অন্যান্য চ্যানেলে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(৫) 'বিজয় ফুল'-এর থিম সং দিয়ে তৈরি টিভিসি এবং ফুল তৈরির প্রক্রিয়া/কৌশল সংক্রান্ত অনুষ্ঠান টেলিভিশন ছাড়াও মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ-এর মাধ্যমে সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচার করা যেতে পারে।

(৬) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কেন্দ্রীয়ভাবে এবং ৬৪টি জেলা শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালার আয়োজন করবে। ১৫ অক্টোবর ২০১৮-এর মধ্যে এ কর্মশালা সমাপ্ত করতে হবে। তবে চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য এ কর্মশালায় অংশগ্রহণের কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

(৭) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত বিজয় দিবসের সমাবেশস্থল সাজ-সজ্জার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মিত বিজয় ফুল ব্যবহার করা হবে।

(৮) জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে আয়োজিত শিশু-কিশোর সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা তাদের ইউনিফর্ম/পোশাকে বিজয় ফুল পরিধান করবে।

(৯) দেশব্যাপী সকল পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী, যুবসহ নাগরিকবৃন্দকে ১-১৬ ডিসেম্বর ছোট আকারের শাপলা ফুল বুকে পরিধান করার জন্য আহ্বান জানানো হবে।

(১০) বেসরকারি সেক্টরের যে কেউ 'বিজয় ফুল' বানিয়ে বুকে পরিধানের জন্য বিক্রি করতে পারবে।

(১১) প্রতিযোগিতার বাইরে ছাত্র-ছাত্রীরা 'বিজয় ফুল' বানিয়ে বিক্রি করে তহবিল গঠন করতে পারবে।